দামুড়হুদায় সংবাদ প্রকাশের ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজি; দুই কথিত সাংবাদিক আটক

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গার্লস স্কুল রোডে ভূমিহীন পাড়ার জিয়ার ছেলে মামুনের ফার্মেসীতে সংবাদ প্রকাশের ভয় দেখিয়ে বুম হাতে করে চ্যানেল ২৪ ও আমরাই বাংলাদেশ পত্রিকার সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে কথিত সাংবাদিক চুয়াডাঙ্গা গুলশান পাড়ার আশাদুল হকের ছেলে ওয়াশিকুর রহমান ও কোর্ট পাড়ার পিরু বক্সের ছেলে নান্টু।

এসময় মামুন বলে কেন টাকা দিবো এমন কথা কাটাকাটির পর্যায়ে স্থানীয় অনেকে জড়ো হয়। এসময় স্থানীয়দের রোষানলে পড়ে তারা। তাদের ১ ঘন্টা আটকে রেখে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেই স্থানীয়রা। পরে তাদের কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ক্যাম্পে নিয়ে যায় ও দুপক্ষের বক্তব্য শুনে তাদের সতর্ক করে ছেড়ে দেয়।

স্থানীয়রা জানান এ দুজন প্রায় সময় কার্পাসডাঙ্গা এলাকায় আসে ও বিভিন্ন পুকুর,বেকারী,বালু ব্যাবসায়ীর কাছে টাকা চাঁদা দাবী করে। এতে করে প্রকৃত সাংবাদিকদের চরম সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। এসব কথিত সাংবাদিক পরিচয় চাঁদাবাজ দের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক কঠোর আইনগত ব্যাবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

সুমনকে দেখতে হাসপাতালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের

প্রতিনিধি

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিক সুমনের জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে সনোল্যাব নার্সিং হোমে গেলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের প্রতিনিধি।

শনিবার ৫ আগষ্ট বেলা ১ টায় আহত সাংবাদিক সুমনকে দেখতে যান জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি মোঃ জহিরুল ইসলাম। এসময় তিনি সুমনের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং তার সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করেন।

সাংবাদিক সুমনকে দেখতে হাসপাতালে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক

বৃহস্পতিবার ৩ আগস্ট পেশাগত কাজ শেষে রিক্সা যোগে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিক সুমনকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক এবং কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন।

শনিবার ৫ আগষ্ট বেলা সাড়ে ১২টায় মেহেরপুর সনো ল্যাব নার্সিং হোমে আহত সাংবাদিক সুমনকে দেখতে যান তিনি।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর শহরে এক সড়ক দুর্ঘটনায় এম এ হাসান সুমন আহত হয়েছেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর ৩ আগষ্ট সন্ধ্যায় সুমনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ঢাকায় রেফার্ড করেন। এ সময় সুমনের শুভাকাঙ্ক্ষীরা বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে মেহেরপুর সনো ল্যাব নার্সিং হোমে ঢাকা থেকে আগত অর্থোপেডিক ও ট্রমা সার্জন সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ সফিকুল ইসলামের মেহেরপুরে

উপস্থিত । তার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি সুমনকে সনোল্যাব নার্সিং হোমে ভর্তি করে রাতেই অস্ত্রোপচার করেন।

গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা: বর্তমান প্রবণতা

গণতান্ত্রিক সমাজ বহুবাচনিক আর গণমাধ্যম বহুস্বর, বহুস্মৃতি, বহুস্বপ্ন’র ধারক, জাতির বিবেক। এটি উন্নয়ন-যাত্রায় প্রধান অনুঘটক ও রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগের সাথে গণমাধ্যমের ওতপ্রোত সম্পর্ক। গণমাধ্যমকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের চর্চা অসম্ভব।

গণমাধ্যম সমাজের সত্য ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া সচল রাখে, ক্রান্তিলগ্নে জাতির বিবেক হিসেবে, জনগণের সম্মিলিত কন্ঠস্বর হিসেবে ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যম ইতিহাস সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক সরকার গণমাধ্যমের সাথে হাত ধরে গণতন্ত্রকে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। গণমাধ্যম একটি নির্দিষ্ট পেশা হলেও এর চালিকা শক্তি একটি আদর্শ। সে জন্য কি সে আদর্শ, সে আদর্শে আপনি কতটুকু উজ্জীবিত, আপনি কতটুকু সে আদর্শ ধারন করছেন-তার ওপর নির্ভর করছে গণতন্ত্রের বিকাশ ও নির্মাণে গণমাধ্যম কতটুকু ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের এ ভূখন্ড দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এ পর্যায়ে আসার পেছনে গণমাধ্যমের উজ্জল ভূমিকা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে, জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে, সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেও সাংবাদিকদের বলিষ্ঠ ভূমিকা দৃশ্যমান। সুতরাং বাংলাদেশের সাংবাদিকদের একটি গৌরবোজ্জল ইতিহাস রয়েছে। সে অতীত, গৌরব ও ঐতিহ্য ধারণ করে সামনে আরো গৌরবময় অধ্যায় রচনা করার জন্য আগামীর পথে এগুতে হবে গণমাধ্যমকর্মীদের। তাদের ভূল করার অধিকার নেই। অতন্ত্র প্রহরীর মতো জেগে থাকতে হয়। এ জন্যই সে গণতন্ত্রের আয়না। সে আয়নায় সমাজের ও গণতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। সে প্রতিচ্ছবি এ আয়নায়

স্বচ্ছভাবে ধারণ করতে গণমাধ্যমের পবিত্রতা, স্বচ্ছতা এবং কার্যকারিতা আবশ্যক। এমন কোন কাজ রাষ্ট্র করতে পারে না, এমন কোন কাজ গণমাধ্যমকর্মীরা করতে পারে না যাতে এই গণসমাজের এই দর্পণ ঝাঁপসা হয়ে যায় এবং সমাজের চিত্র ফুটে না উঠে।

আজকের যুগের বাজার শক্তির পাগলা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরছে গণমাধ্যম। ধার্মিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে তা সাধারণ জনগণকে বোঝানোর দায়িত্বও গণমাধ্যমের কাঁধে। ধার্মিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার মাঝখানে যে রেখাটি সেটি এতই সূক্ষ যে, কখনও একজন মানুষ ধার্মিকতার চর্চা করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক হয়ে যাচ্ছে আবার কখনও সে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ধর্মের ওপরেও আগ্রাসন করছে। এটির বিচার-বিশ্লেষণ করার দায়িত্বও গণমাধ্যমকর্মীর।

আমরা যারা তথ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন তথ্য কিন্তু পণ্য নয়। তথ্যের একটি সামাজিক মাত্রা আছে। আর সে জন্য গণমাধ্যমের একটি দায়বদ্ধতা আছে। সে দায়বদ্ধতা সমাজের প্রতি, একটি নারী ও শিশুর নিরাপত্তার প্রতি, ভূখন্ডের এবং ইতিহাসের প্রতি, মানবমুক্তির আদর্শের প্রতি, সে দায়বদ্ধতা বাংলাদেশের জন্যে, মুক্তিযুদ্ধের জন্যে। এই দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করলে, গণমাধ্যমের কর্মী হিসেবে ভূমিকা না রাখলে, গণমাধ্যম সমাজের দর্পন হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আইন দিয়ে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, করা সম্ববও নয়। চেতনা দিয়ে, বিবেক দিয়ে এ দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়েই সাংবাদিকদের পেশায় কর্মরত থাকতে হয়। তথ্য হচ্ছে শক্তি। এ শক্তি যেটুকু অর্জন করা যায় সেটুকুই সমাজকে শক্তিশালী করে। এ জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহের নিমিত্ত সরকার তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন গঠন করেছে। কিন্তু এখনো সে আইনটি কাজে লাগানোর দক্ষতা আমরা অর্জন করতে পারিনি। আশা করছি গণমাধ্যমের কর্মীরা জনগণের পক্ষে আইনটি কাজে লাগিয়ে সমাজে আলো ফেলার চেষ্টা করবেন।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিবন্ধন শাখা থেকে সংবাদপত্রের নিবন্ধন প্রদান করা হয়। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রকাশিত ৩০শে জুন ২০২৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে নিবন্ধিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৩২২৭টি (অনলাইন গণমাধ্যম অন্তর্ভূক্ত নয়)। এর মধ্যে ১৩৪১টি ঢাকা থেকে এবং ১৮৮৬টি অন্যান্য জেলা থেকে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দৈনিক ১৩১১টি, অর্ধ-সাপ্তাহিক ৩টি, সাপ্তাহিক ১২১০টি, পাক্ষিক ২১৫টি, মাসিক ৪৪১টি, দ্বি-মাসিক ৯টি, ত্রৈ-মাসিক ৩৩টি, চর্তুমাসিক ১টি,

এখানে একটা বিষয় নজরে এসেছে, ঢাকার কিছু সিনিয়র রিপোর্টারের একটি করে ‘ছোট’ পত্রিকা রয়েছে। কখনো জানা যায়, কখনো যায় না। তিনি একাধারে একটি বড় পত্রিকার রিপোর্টার আবার একটি ছোট পত্রিকার প্রকাশক। উদ্দেশ্য অজ্ঞাত। আবার কেউ কেউ বড় হাউজে জায়গা না পেয়ে নিজেই একটা মিডিয়া খুলে নেন।

সাংবাদিকতায় আগে প্রচ্ছন্ন রাজনীতি ছিল। এখন সাংবাদিকতায় রাজনীতি বেশ সামনে এসে পড়েছে। সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে অমুক ভাইয়ের তমুক ভাইয়ের পক্ষে কিছু সাংবাদিক এখন প্রকাশ্যেই বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন। আবার বহুল আলোচিত ‘টক শো’ তে কিছু সাংবাদিকের পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়।

সাংবাদিকতায় একটা ইতিবাচক বড় পরিবর্তন হলো ‘বিট সাংবাদিকতা’। পূর্বে একই ব্যক্তি সকল বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। এখন এখানে পরিবর্তন এসেছে, পেশাদারিত্ব তৈরি হয়েছে। অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ে বিট তৈরিতে আমার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু এখানে মফস্বল সাংবাদিকতা অনেক পিছিয়ে আছে। একই ব্যক্তিকে সব ধরণের সংবাদ সংগ্রহ করতে হচ্ছে। সে অনুযায়ী তার প্রশিক্ষণ নেই, বেতন নেই, কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষাও নেই, সাংবাদিকতার জ্ঞান ও মূল্যবোধও নেই।

সংবাদ সংগ্রহের ধরণে পরিবর্তনটা আরো বেশি দৃশ্যমান। আগে একটি অনুষ্ঠান লাইভ হবে-এটা ভাবতেই অন্যরকম লাগতো। এখন অনেক অনুষ্ঠানই লাইভ হয়-গ্রাম থেকেও। খুব বড় কিছু না হলে মন্ত্রীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হতো না। এখন প্রায় সব অনুষ্ঠানেই মন্ত্রীদের বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সরকারি কর্মকর্তারা কোন বিষয়ে টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিবেন-এটা অনেকটা অকল্পণীয় ছিল। এখন উপজেলা কর্মকর্তারাও সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন।

তবে দৃষ্টিকটু অংশও আছে। কিছু কিছু প্রেস ব্রিফে কেউ কেউ এমন সব প্রশ্নও করে বসেন যে, যেটা বিষয় বা অনুষ্ঠানের সাথে যায় না। এতে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এখন যারা সিনিয়র ২০ বছর আগে তারা রিপোর্টার ছিলেন। প্রেস ব্রিফ এমনিতেই খুব বড় বা স্পর্শকাতর বিষয় না হলে করা হতো না। করা হলেও সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক বেশ লেখাপড়া করে, প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে অংশগ্রহণ করতেন। এখন তেমনটি খুব একটা দেখা যায় না। তারা মন্ত্রী-সচিবকে নিজ থেকে তেমন প্রশ্ন করতেন না। কারণ এটা ব্রিফিং। ব্রিফ দাতা যতটুকু বলবেন বা জানাবেন ততটুকুর জন্যই ব্রিফিং ডেকেছেন, তার অতিরিক্ত নয়, অবাঞ্চিত বা

অনাকাঙ্খিত প্রশ্নের জন্য নয়। তবে খুব প্রাসঙ্গিক বা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কোন তথ্য বাদ পড়লে তারা খুব সৌজন্যের সাথে সেটার ইঙ্গিত দিতেন, প্রশ্ন করতেন না। হয়তো ব্রিফিং শেষে তার উত্তর দেওয়া হতো। এখন অনেক গণমাধ্যমকর্মী ব্রিফকে ছাপিয়ে নিজের প্রশ্নটাকে বা প্রশ্ন করাকে সামনে নিয়ে আসেন। আরো মজার বিষয় হলো প্রেস ব্রিফিংয়ে কিছু গণমাধ্যমকর্মী নিজের উপস্থিতি প্রমান করতে উঠে দাঁড়ান। ব্রিফদাতার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন, বিষয়ের বাইরে অনেক কথা বলেন। হাস্যরসেরও সৃষ্টি হয়।

আবার কিছু সময় দেখা যায় হয়তো একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে। মন্ত্রী হাজির হয়েছেন। অনুষ্ঠান শেষে সে বিষয়ে না থেকে সাংবাদিকরা অন্য একটি বিষয়ে মন্ত্রীকে বুম ধরেছেন। নিউজ কভারও হয় সেই অন্য বিষয়ের। মূল অনুষ্ঠান আড়ালে পড়ে যায়। এমনও দেখেছি একটি অনুষ্ঠানে হয়তো অনেক মন্ত্রী বক্তব্য দিয়েছেন, কথা বলেছেন। কেউ কেউ তার ‘পছন্দের ভাইয়ের’ বাইটটাই প্রচার করছেন। অন্য ভাইরাও যে সে অনুষ্ঠানে ছিলেন পরিবেশিত সংবাদ দেখে তা বুঝাও যায় না।

লাইভ টকশো বা টকশোর সাথে শ্রোতার প্রশ্ন এটিএন বাংলা প্রথম শুরু করে। সে অনুষ্ঠানে প্রথম দিকে কোন মন্ত্রী-সচিব যেতে দ্বিধা করতেন। কি জানি কি বিব্রতকর প্রশ্ন এসে পড়ে। এখন টেলিভিশনে টকশো মুড়ি-মুড়কির মত। বিষয়ে-অবিষয়ে কত টকশো হয় কেউ বলতে পারে না।

সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণ এখন বেশ বেড়েছে। এটা আশাব্যঞ্জক। নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নেতৃত্ব তৈরিকরণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর পক্ষে কথা বলা ইত্যাদিতে নারী গণমাধ্যমকর্মী সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। ক্যামেরা পারসন হিসেবেও আজকাল নারীরা এগিয়ে আসছেন।

বলা হয়ে থাকে সাংবাদিক মানে সাংঘাতিক। এটা মনে হয় সাংবাদিকতার নেতিবাচক আচরণের বহিঃপ্রকাশ। অনেক সাংবাদিক এ বাক্য স্বীকার করে নেন। কারণ কি? সোজা কথায় অপসাংবাদিকতা। সাংবাদিকতার যে ইথিক্স, নর্ম বা পেশাদারিত্ব, তার বাইরে গিয়ে অনেকে অকাজ করে এই খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাংবাদিকতার যে আয়নার কথা বলা হয়েছে সেখানে ঝাঁপসাটে কাম্য নয়।
এখন ডেভেলপমেন্ট স্টোরি বেশ হচ্ছে। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে বেশ প্রচার হচ্ছে। ক্রাইম নিউজ হচ্ছে। তবে ক্রাইম এর উপর অনুসন্ধানী নিউজ মনে হয় কম হচ্ছে, ফলোআপ নিউজ কম হচ্ছে।

সাংবাদিকতার কলেবর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলা পর্যন্ত পত্রিকার প্রকাশনা চলে গেছে। অনলাইন গণমাধ্যম বর্তমানে কয়টি, কেউ বলতে পারবে না। অনেকেই তাই প্রশ্ন তুলেছেন একটি জেলায় কয়টি পত্রিকা থাকলে মানসম্মত সংবাদপ্রাপ্তি সম্ভব। কয়টি অনলাইন থাকতে পারে। এমন পত্রিকাও দেখা যায় যারা অকেশনালি ছাপে, অন্য সময়ে শুধু ‘সংবাদ সংগ্রহ’ করে। এখানে স্থিতিশীলতা বা শৃঙ্খলা আনতে হলে প্রেসক্লাবকেই একটি উপায় বের করতে হবে। কিছু ক্রাইটেরিয়া ঠিক করতে হবে যে, কারা কি যোগ্যতায় সাংবাদিকতা করতে পারবেন, কি যোগ্যতায় প্রকাশক, সম্পাদক, নিউজ এডিটর হতে পারবেন। একটি জেলায় কয়টি প্রিন্ট বা অনলাইন থাকবে সেখানেও প্রেসক্লাব ভূমিকা রাখতে পারে।

সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ এখন খুবই জরুরি। প্রেস ইনস্টিটিউট চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রশিক্ষণের। কিন্তু গণমাধ্যমকর্মীর সংখ্যা এতো বেশি যে সবার প্রশিক্ষণ বোধ হয় কষ্টসাধ্য। এ ক্ষেত্রে প্রেসক্লাব দায়িত্ব নিতে পারে। বিশেষত প্রেসক্লাবের প্রশিক্ষণ ব্যতীত সাংবাদিকতা করা যাবে না মর্মে প্রেসক্লাব নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সচিবালয়ে কিছু নগণ্য সংখ্যক সাংবাদিক পেয়েছি যারা সারাদিন টই টই করে সব মন্ত্রণালয়ে ঘুরে বেড়ান, প্রেস ব্রিফে সামনের সারিতে বসেন, মন্ত্রীর বাইট নেওয়ার সময় সামনে না থেকে পিছনে দাঁড়ান যাতে টেলিভিশনে তার সাংবাদিকতা প্রকট ও প্রকাশ্যভাবে দৃশ্যমান হয়। দিন শেষে অফিসে গিয়ে জনসংযোগ কর্মকর্তাকে কল করেন, “ভাই, নিউজটা আমার মেইলে পাঠিয়েছেন?” হয়তো পরের দিন তার পত্রিকায় সে সম্পর্কিত নিউজটিই দেখা যায় না। কিছু গণমাধ্যমকর্মী আছেন যাদের লিখিত নিউজ কেউ দেখেন না, তিনি কোন মিডিয়ায় চাকরি করেন, সেটা কেউ জানেন না। আবার কেউ কেউ নিজের ‘ছোট’ পত্রিকার ‘বিশেষ নিউজটি’ ‘বিশেষ ব্যক্তির’ নজরে আনতে পত্রিকাটি বগলে করে জনসংযোগ কর্মকর্তার কাছে হাজির হন, তাকে অনুরোধ করেন যাতে নিউজটি মন্ত্রী-সচিবকে দেখিয়ে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আচ্ছারকম শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

মফস্বল সাংবাদিকতার বড় সমস্যা ভাষার শুদ্ধ চর্চা। সংবাদের হেডলাইন, ইন্ট্রু বা শব্দচয়ন, বাক্যগঠন ইত্যাদিতে ভালই সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। অনেক ভাল সংবাদও এর কারণে মার খেয়ে যায়। এর একমাত্র সমাধান লেখাপড়া জানা লোককে সাংবাদিকতায় আনতে হবে এবং লেখাপড়া করতে হবে। সরকার এদিকটায় পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। হয়তো

কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। বিশেষত গণমাধ্যমকর্মীর চাকরির নিশ্চয়তা, তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, সংবাদ পরিবেশনজনিত কারণে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয়ে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট করেছে, প্রেস কাউন্সিল করেছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করেছে। তবে উদ্দেশ্যমূলক বা অতিরঞ্জিত সংবাদ ছেপে পরে রিজয়েন্ডার ছাপিয়ে ভুল স্বীকার করার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে সুস্থ সাংবাদিকতার খাতিরে।
আরেকটি বড় সমস্যা নিয়মিত বেতন না পাওয়া, স্বল্প বেতন পাওয়া বা টোটালি বেতনই না পাওয়া। বুম বা কার্ড দিয়ে ছেড়ে দিলেন বেতন ছাড়া আর তার কাছ থেকে ভালো মানের সংবাদ আশা করবেন বা ভাল আচরণ আশা করবেন- তা হতে পারে না।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখন প্রসারতার একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। হয়তো একটা জায়গায় গিয়ে স্থির হবে। সংবাদে, প্রকাশনায় একটা স্থিতি আসবে, পেশাদারিত্ব তৈরি হবে। আমরা এ আশাই করছি।

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ

আলমডাঙ্গায় বাড়ি করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়ে সংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গা থানাপাড়ায় ক্রয়কৃত সম্পত্তির ওপর বাড়ি করতে গিয়ে কতিপয় প্রতিবেশীর হয়রানীর শিকার হওয়ার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আসাদুল হক।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আসাদুল হক বলেন, তার স্ত্রী মোছাঃ রাশেদা খানমের নামে আনুমানিক ২৫ বছর আগে রওশন আলী ও বাবুর কাছ থেকে থানাপাড়ায় দুই দাগে একতলা বাড়িসহ ৮ শতক ৫৬ পয়েন্ট জমি ক্রয় করি।
৭২ নং গোবিন্দপুর মৌজায় ১ নং ওয়ার্ডের থানাপাড়ায় অবস্থিত সিএস ১৮১০ এবং ৪৭৩৭ দাগে ৬ শতক ওই ৩৮৩১ দাগে ২ শতক ৫৬ পয়েন্টসহ দুই

মেহেরপুরে সাবেক মেয়র মতুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, তার ছেলে ইন্টার্ন চিকিৎসক মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেছেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো. তরিকুল ইসলামের আদালতে হাজির হয়ে বাদী মামলা দাখিল করেন। আদালত মামলা আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দেন। যার মামলা নম্বর-৫৮৪/২০২৩।

মলার বাকি আসামীরা হলেন- সাবেক মেয়র মতুর ছেলে ইন্টার্ন চিকিৎসক মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিন, মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধীন, প্রকৌশলী তোহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক ব্রো, শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদি মাহাবুব চান্দু ২০ বছর যাবৎ সাংবাদিক পেশায় নিযুক্ত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ বিভিন্ন গনমাধ্যমে সুনামের সাথে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার বেশ সুনাম আছে। তার প্রকাশিত সংবাদেও মধ্যে অনেকগুলো সংবাদ আদালত আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন এবং ভুক্তভোগীরা সুফল পেয়েছেন। বাদী মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানী কাজে গত ২৪ জুলাই সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ১৬ পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধান মুলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবজীর অভিযোগ তোলায় গত ৩০ জুলাই মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধন করে।

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের হুমকি ও লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন

স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদককে হুমকি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ, দৈনিক জবাবদিহি ও আমাদের অর্থনীতির সাংবাদিকদ্বয়কে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ ও মায়ের হাসি ক্লিনিক মালিকের বিচার দাবীতে মানববন্ধন করেছেন জেলা সাংবাদিকরা।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ঘন্টাব্যাপী মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনের সড়কে সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযমের নেতৃত্বে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের অর্ধশত সাংবাদিক ও প্রজন্ম সুশীল সমাজের ব্যানারে একটি সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন।

মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র সাংবাদিক মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, গাংনী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হারুন অর রশিদ রবি, মাইটিভির গাংনী প্রতিনিধি মাসুদ রেজা, জবাবদিহির পত্রিকার প্রতিনিধি এ সিদ্দিকী শাহিন, আমাদের অর্থনীতির প্রতিনিধি মাসুদ রানা, প্রজন্ম সুশীল সমাজের প্রতিনিধি জি এফ জুয়েল, মাইটিভি প্রতিনিধি মাসুদ রানা, বার্তা মেহেরপুর প্রতিনিধি সাজিবুল হক

প্রমুখ।
মানববন্ধনে বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, বাংলাটিভি প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান, ভোরের কাগজ প্রতিনিধি মর্তুজা ফারুক রুপক, জবাবদিহি প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেল, আজকালের খবর প্রতিনিধি কামরুল ইসলাম, ভোরের কাগজের মুজিবনগর প্রতিনিধি শের খান, বার্তা মেহেরপুরের সম্পাদক রাশেদ্জ্জুামান, অধিকার প্রতিনিধি শাকিল রেজা, মেহেরপুর প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার শহিদুল ইসলাম, আবু রাইহান, কাথুলী প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ, আঞ্চলিক প্রতিনিধি এস এম তারেক, সাংবাদিক শ্রাবন খান সোহানসহ অর্ধশতাধিক সাংবাদিক মানববন্ধনে অংশ নেন।



বক্তারা বলেন, সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু একজন দুর্নীতি পরায়ন ও ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তি। তার বিরুদ্ধে দুদকের দায়ের করা দুর্নীতির মামলাসহ দেড় ডজন মামলা চলমান। এখনো আদালতে চলমান। কথায় কথায় মানুষকে হুমকী প্রদান ও মামলা করা মতুর প্রধান কাজ। এজন্য এই শহরে তাকে মামলাবাজ মতু হিসেবেই চেনে। সে মেয়র নির্বাচিত হয়ে পৌরসভার সীমানা নির্ধারণী মামলা করে একটানা ১৪ বছর পৌরসভার ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। তার উগ্র আচরণ মানুষকে সব সময় আহত করে। তার বিরুদ্ধে জামায়াতের নেতাকর্মীদের মদদ দেওয়ারও অভিযোগ আছে।

প্রজন্ম সুশীল সমাজের প্রতিনিধি জি এফ জুয়েল বলেন, সাবেক মেয়র মতুর মেয়ে রুমানা হেলালী মাতৃসদনের ডাক্তার। সে কৌশলে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে মায়ের হাসি ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে সিজার করেন। মেহেরপুরের ক্লিনিকগুলো যত সিজার হয়না, তার থেকে বেশি সিজা মায়ের হাসি ক্লিনিকে হয়। অবিলম্বে রুমানা হেলালীকে অপসারণ করতে হবে।

সিনিয়র সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী রফিকুল আলম বলেন,

সাংবাদিকদের সাথে যে ঘটনা মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ঘটিয়েছেন তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ইত্তেফাকের গাংনী উপজেলা প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম বলেন, মায়ের হাসি ক্লিনিক নামে যে ক্লিনিক আছে সেখানে নানা অপকর্ম হওয়ার অভিযোগ আছে। মায়ের হাসি ক্লিনিকের নাম মায়ের হাসি বাদ দিয়ে মায়ের কান্না নাম দিলেই ভালো হয়। মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক ১৪/১৫ বছর একটি পৌরসভার মেয়র ছিলেন। তার এ ধরণের উগ্র আচরণ করা ঠিক নয়। সাংবাদিকরা নিউজের স্বার্থে ছবি তুলতেই পারে এটি তাদের কাজ।



সিনিয়র সাংবাদিক হারুন অর রশিদ রবি বলেন, মেয়র মতু ১৪ বছর মেয়রগিরি করেছেন মামলাবাজি করে। উনাকে আমি মামলাবাজ হিসেবেই চিনি। আজ আমি উদাত্ত আহবান জানাই, তিনি মেয়র হওয়ার আগে কি পরিমাণ সম্পদের মালিক ছিলেন এবং মেয়র হওয়ার পর কি পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে তার হিসাব নেওয়ার জন্য।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন বলেন, মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু আপনাকে বলছি, কোন দুর্নীতিবাজ হুমকি দিয়ে সাংবাদিকের কলম থামাতে পারেনি। আপনিও পারবেন না। আপনার সকল অপকর্মের কথা মেহেরপুরের সকলে জানে। আপনার সম্পর্কে পত্রিকার মাধ্যমে মেহেরপুর মানুষ আরো জানবে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়, আমি অন্যায় করলে আমার তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনা হোক। ঠিক তেমনি মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু আপনিও আইনের উর্ধ্বে নয়। তিনি দুদকের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আমারসহ সকল সাংবাদিকের সম্পদের হিসাব নেওয়ার আহবান জানান দুদকের প্রতি। একই সঙ্গে সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ও তার পরিবারের

সদস্যদের সম্পদের হিসাব নেওয়ার আহবান জানান তিনি।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম বলেন, মেহেরপুরে অসংখ্যা সাংবাদিকদের মধ্যে যারা মানববন্ধনে আসতে পারেননি তাদের ধন্যবাদ। আপনারা সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর কাছে থেকে সুবিধা পেয়ে থাকেন সেটা আজ প্রমাণ করে দিলেন।

৫০ টি চাঁদাবাজি মামলা করার হুমকির কল রেকর্ড

২৪ জুলাই দুপুর আড়াইটার দিকে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনকে মোবাইলে ফোন করে ৫০টি চাঁদাবাজি মামলা করার হুমকি দিলেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু। কিন্তু দিন না যেতেই ওই রাতেই মেহেরপুর সদর থানা মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ করলেন তার ক্লিনিক ম্যানেজারকে দিয়ে। অভিযোগে তিনি জানান, মাহাবুব চান্দু ২৪ জুলাই দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তার মায়ের হাসি ক্লিনিকে গিয়ে চাঁদা দাবি করেছেন।

প্রকৃত সত্য হলো, মাহাবুব চান্দু ও মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন দুজনেই গিয়েছিলেন মেহেরপুর মা ও শিশু হাসপাতাল (মেটার্নিটি) ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ডিডির কার্যালয়ে। কারণ মা ও শিশু হাসপাতালে চাকরি করেন মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মেয়ে ডা. রুমানা হেলালী জুসি। তিনি গত মে মাস থেকে মাতৃকালীন ছুটিতে আছেন। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, তিনি ছুটিতে থাকলেও মায়ের হাসি ক্লিনিকে নিয়মিত সিজারিয়ান অপারেশন করছেন এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে এবং তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নিতে। মাহাবুব চান্দুর ওই যাওয়াকে কেন্দ্র করে যাতে সংবাদ প্রকাশ করা না হয় সেকারণে তিনি সম্পাদককে চাঁদাবাজি মামলার হুমকি দেন এবং রাতে থানায় মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেন। পরদিন ২৫ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমাদের অর্থনীতির সাংবাদিক

মাসুদ রানা ও জবাবদিহীর সাংবাদিক এ সিদ্দিকী শাহিন মায়ের হাসি ক্লিনিকের ফটকের সামনে ছবি তুলতে গেলে মালিক মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ও তার ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন শাহিনের মোবাইল ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের দুজনকে লাঞ্ছিত করে। অপরদিকে, ছায়াতদন্তে অভিযোগের সত্যতা না পেয়ে থানা সে অভিযোগ আমলে নেয়নি বলে সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।
উল্লেখ্য, মাহাবুব চান্দু কোনদিনই তার মায়ের হাসি ক্লিনিকে যাননি।

এদিকে মেহেরপুর প্রতিদিন সম্পাদক নিজের ও তার স্টাফদের নিরাপত্তার স্বার্থে গত বুধবার সন্ধ্যায় সদর থানায় একটি জিডি করেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদককে মোবাইল আলাপন ও হুমকি দেওয়ার অডিওটি শুনলে পাঠকরা পরিস্কার হবেন।

বিস্তারিত শুনুন নিচের লিংকে:

জীবননগরে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে সাংবাদিকদের মত বিনিময় সভা

জীবননগরে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সাথে জীবননগরের কর্মরত সকল সাংবাদিকদের এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২:৩০ মিনিটে সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আমন্ত্রণ নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সবাই নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ সাংবাদিকদের কাছে এই উপজেলার উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সাংবাদিক

গণ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে এই উপজেলার উন্নয়ন কাজে সহযোগিতার করার আশ্বাস দেন।

এ সময় জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি এম, আর বাবু সাধারণ সম্পাদক কাজী শামসুজ্জামান চঞ্চল, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু বক্তব্য রাখেন, আরো বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল, জহিরুল ইসলাম, হাকিমুল ইসলাম, চাষি রমজান, মুতাছিন বিল্লাহ এবং দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের জীবননগর বুরো প্রধান মাজেদুল মিল্টন প্রমুখ।

মেহেরপুরে দৈনিক আজকের পত্রিকার ২য় প্রতিষ্ঠাবর্ষিকী পালন

শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে দৈনিক আজকের পত্রিকার ২য় প্রতিষ্ঠাবর্ষিকী।

আজ সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন। শোভযাত্রাটি শহর প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক, সাবেক সভাপতি রুহুল কুদ্দুস টিটো, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহসিন আলী আঙ্গুর সহ জেলার ইলেকট্রনিক্স ও প্রীন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রেস ক্লাবে আলোচনসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন পত্রিকারি জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা প্রতিনিধি রাকিবুল ইসলাম কবি। বক্তব্য রাখেন, মেহরপুর প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক। গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ওমর ফারক প্রিন্স, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুল আলম, মুজিবনগর উপজেলা প্রেস

ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শেখ শফি সহ সাংবাদিকবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, আজকের পত্রিকা প্রতিনিয়তই এগিয়ে যাচ্ছে। আগামীতে আরো জনস্বার্থে বিষয়ক নিউজ পত্রিকাটি বেশি বেশি করবে। সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরবে।

এ সময় প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে আজেকের পত্রিকার জেরা প্রতিনিধিকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।